মাসিক পানি পরিক্রমা
(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

মার্চ - এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৩-১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপিত

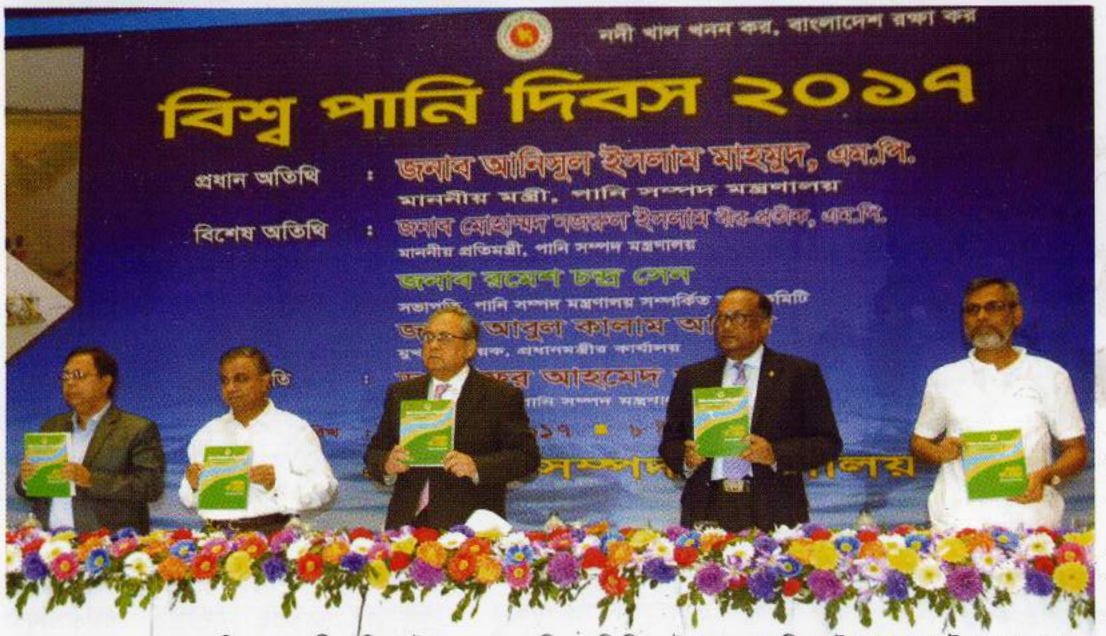

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করছেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য 'বর্জ্যপানি'। পানির অপচয় রোধ, পানির দূষণ রোধ ও বর্জ্যপানির পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব ।

তিনি বলেন টেকসই উন্নয়নের জন্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বাদু পানির গুরুত্বের ওপর অধিক মনোযোগ প্রদানসহ স্বাদুপানি ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন অন্যান্য দেশের মতো শিল্পবর্জ্য পানি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। মূলত দুই ধরণের উৎস থেকে 'বর্জ্যপানির উৎপত্তি হয়। প্রথম উৎস sanitary sewage যা মূলত গৃহকার্য, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা এবং দ্বিতীয় উৎস বৃষ্টির পানি যা বাড়ির ছাদ এবং অন্যান্য নোংরা স্থান দিয়ে পরিবাহিত হয়। চক্রাকার অর্থনীতিতে বর্জ্যপানি একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত এবং এর নিরাপদ ব্যবস্থাপনা মানব স্বাস্থ্য ও ইকোসিস্টেম এর জন্য কার্যকর বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত, ইকোসিস্টেম ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা টেকসই উন্নয়নের তিনটি মাত্রা অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পরিচালিত হয়।

তিনি এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে সকাল সাড়ে আটটায় যাত্রা শুরু করে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খানসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ র‍্যালিতে অংশ নেন।

ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে যশোরে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখ জেলা প্রশাসক যশোরের সম্মেলন কক্ষে ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে কারিগরী ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এর ফলাফলের ওপর জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমাত আরা সাদেক, যশোর-৫ আসনের সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য্য এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

কর্মশালায় ভবদহ ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কারিগরি সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয় এবং আলোচ্য সুপারিশমালার ওপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

যশোরের জেলা প্রশাসক ড. মোঃ হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) আবদুর রহমান আকন্দ, IWM এর নির্বাহী পরিচালক ড. মনোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো খুলনা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল, বাপাউবো খুলনা, নির্বাহী প্রকৌশলী যশোর পওর বিভাগ, বাপাউবো যশোর, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ভবদহ জলাবদ্ধতা নিরসনে আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যানগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণসহ স্টেক হোল্ডারগণ।

কৃতি সহোদর

মোঃ আসিফ শাহরিয়ার

মোঃ আতিক শাহরিয়ার

মোঃ আসিফ শাহরিয়ার ২০১৬ ইং সালের জেএসসি পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে A+ (GPA-5) ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে বর্তমানে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। উল্লেখ্য তাঁর সহোদর মোঃ আতিক শাহরিয়ার ইতোপূর্বে ২০১৬ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকাস্থ নটরডেম কলেজ থেকে A+ (GPA-5) পেয়েছিল। সে বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) এ অধ্যয়নরত।

তারা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, মৌলভীবাজারে কর্মরত হিসাব রক্ষণ অফিসার মোঃ শওকত আলী ও মিসেস আনারকলি এর পুত্র। তারা সকলের দোয়াপ্রার্থী।

ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত এর কর্মশালায় যোগদান

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সম্মেলন কক্ষে Review the Innovative Design for Bank Protective Works for the Polder 29 শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকারের ঢাকাস্থ মান্যবর রাষ্ট্রদূত Ms. Leoni Margaretha Cuelenaere: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর এর সভাপতিত্বে ব্লু-গোল্ড প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহায়তায় এ কর্মশালায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব, বাপাউবোর অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ এবং বাপাউবো ও অন্যান্য সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন Innovative Design for Bank Protective Works বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন । অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এ এম অমিনুল হক, টিম লীডার ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম Guy Jones এবং আর্ন্তজাতিক বিশেষজ্ঞ Dr. Eric Mosselman, Deltares, The Netherlands নদী ভাঙ্গন এবং এই সমস্যা সমাধান বিষয়ে যৌক্তিক মতামত উপস্থাপন করেন। এছাড়া কর্মশালায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা মোঃ আবদুর রহমান আকন্দসহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ মাহফুজুর রহমান এর পরিচালনায় কারিগরী আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । পরিশেষে প্রকল্প পরিচালক ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম মোঃ আমিরুল হোসেন এ কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা প্রদান করার জন্য ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। এর আগে নেদারল্যান্ডস এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত Ms. Leoni Margaretha Cuelenaere এবং দূতাবাসের প্রথম সচিব Mr Peter de Vries, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর কক্ষে মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর এর

মান্যবর রাষ্ট্রদূতকে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এসময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ মাহফুজুর রহমান, টিম লিডার এবং প্রকল্প পরিচালক ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম উপস্থিত ছিলেন ।

আন্তঃ অফিস ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ১০ মার্চ ২০১৭ তারিখ খুলনাস্থ নূরনগর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কলোনী মাঠে আন্তঃ অফিস ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তর নিয়ে গঠিত ৫১ টি পুরুষ এবং ৭ টি মহিলা ভলিবল দল অংশগ্রহণ করে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের সামগ্রিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ ও খাদ্য উৎপাদনের লক্ষে সেচ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বছরব্যাপী চলমান এ কাজের পাশাপাশি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানসিক বিকাশে কর্মস্পৃহা বাড়ানোর লক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। তাই এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিবারের ন্যায় এবারও ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এই প্রতিযোগিতার সফল ও সুন্দর পরিসমাপ্তি পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভাবমূর্তি দেশের কাছে উজ্জ্বল করবে।

প্রতিযোগিতাটি ১০ মার্চ শুরু হয়ে ১৩ই মার্চ শেষ হয়। প্রতিযোগিতায় প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম দল প্রথম স্থান অধিকার করে, ঢাকা পওর সার্কেল রানার আপ এবং মহিলা প্রতিযোগিতায় কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর দল প্রথম স্থান ও কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল দল রানার্স আপ স্থান অধিকার করে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। উদ্বোধনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিাঞ্চল খুলনা এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা পওর সার্কেল আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খুলনা পওর সার্কেল মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল জুলফিকার আলী হাওলাদারসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপকূলীয় জেলায় জীবনমান উন্নয়নে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করছেন রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে ঢাকাস্থ রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব মিঃ পিটার-ডি ভাইস, ফাইনান্স কন্ট্রোলার মিসেস এনি ইভাসহ নেদারল্যান্ডস হতে আগত কর্মকর্তা মার্গারেটা সোফিয়া এবং বাপাউবো কর্তকর্তাবৃন্দ পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় চলমান প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ এবং প্রকল্প পরিচালক ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বাপাউবো মোঃ আমিরুল হোসেন নেদারল্যান্ডস হতে আগত প্রতিনিধি দলকে জানান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তরের অধীনে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী এবং বরগুনার নির্বাচিত মোট ২২টি পোল্ডারে বাংলাদেশ সরকার এবং রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকারের অনুদান সহায়তায় ২০১৩-১৮ মেয়াদে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় ১,১৯,১২৪ হেক্টর এলাকায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্লু-গোল্ড একটি সমন্বিত কার্যক্রম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা/সেক্টর হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ,মৎস্য অধিদপ্তর , প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং NGO ও দেশী -বিদেশী গবেষণা সংস্থা।

উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ জনগণের দারিদ্রতা হ্রাস করণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে আরো দক্ষ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও পোল্ডার সমূহে ফসল, মাছ ও গবাদি পশু উৎপাদন বৃদ্ধি করে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং এলাকাবাসীকে ক্ষমতায়ন করে চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশন, জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই প্রোগ্রামের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো মেরামত, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ, খাল খনন, উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এজন্য পোল্ডারের অভ্যন্তরে পানি ব্যবস্থাপনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সরকারি- বেসরকারি দপ্তর ও সংস্থার অংশগ্রহণে ফসল, শাক-সব্জি, মাছ চাষ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আয় বৃদ্ধি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে কাজ হচ্ছে।

প্রথম পর্যায়ে যে ১২টি পোল্ডারে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, জুন ২০১৮ এর মধ্যে এর কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে আরো ৮টি পোল্ডারে কর্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া সংশোধিত ডিপিপি বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকারের সম্মতিসহ পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার চারটি পোল্ডারে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ-মেরামত এবং সহায়ক কার্যক্রম যথা পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরি, কৃষি, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে মুরগি-গবাদি পশু লালন-পালন, পুকুরে মৎস্য চাষ, উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ঐসব পোল্ডার এলাকায় ফসল, মৎস্য উৎপাদন এবং একই সাথে পরিবার প্রতি আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। স্লুইস-ইনলেট -আউটলেট ইত্যাদি নির্মাণ বা মেরামত ও খাল খনন সম্পন্ন হওয়ার ফলে পোল্ডার এলাকা একদিকে যেমন জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়েছে আবার শুকনো মৌসুমে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে ঐসব পোল্ডার এলাকায় হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে আউশ ধান ৭.৫%, আমন ধান ৮%, বোরো ধান ৫.৫% এবং মুগ ডাল ২৬%। একই সাথে ফসলের আওতাভুক্ত এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া যেসব স্লুইস, আউটলেট, ইনলেট ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত সম্পন্ন হয়েছে সেসব পরিচালনা স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে করা হচ্ছে, সরকারী বা বাপাউবো'র কোন গেট অপারেটর প্রয়োজন হচ্ছে না। এর ফলে স্লুইস, আউটলেট, ইনলেট এর গেটসমূহ স্থানীয় প্রভাবশালীর একক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়েছে।

রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের কর্মকর্তাগণসহ ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম এর কর্মকর্তাবৃন্দ

টেকসই উন্নয়নের জন্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি (ব্যানসিড) এর তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) ও সেন্টার ফর জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর সহায়তায় বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য 'বর্জ্যপানি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ও ব্যানসিড এর চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর।

যৌথ নদী কমিশন এর পরিচালক এবং ব্যানসিড এর সদস্য-সচিব মোঃ মাহমুদুর রহমান এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশলী তাকসিম এ খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ওয়াসা।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন টেকসই উন্নয়নের জন্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বাদু পানির গুরুত্বের ওপর অধিক মনোযোগ প্রদান এবং স্বাদুপানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মোঃ মাহফুজুর রহমান অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্যাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস এবং শরীফ জামিল যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নেন।

বিশ্ব পানি দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য 'বর্জ্যপানি'। বক্তাগণ অনুষ্ঠানে পানির অপচয় রোধ, পানির দূষণ রোধ ও বর্জ্যপানির পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বক্তাগণ উল্লেখ করেন একুশ শতকের শুরুতেই বিশ্ব, পানির গুণগত সংকটের মুখোমুখি হয়। এর কারণ হিসেবে রয়েছে অনবরত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, খাদ্য উৎপাদন এবং মানুষের জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত, ইকোসিস্টেমভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা টেকসই উন্নয়নের তিনটি মাত্রা অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পরিচালিত হয়।

এই সামাজিক অর্থনীতি ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারের জন্য বক্তাগণ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

"অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা'র সফলতা ও করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :
গত ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত দিন ব্যাপী "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার সফলতা ও করণীয়" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ, কে, এম মমতাজ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা মাহফুজ আহমদ। তিনি Power Point Presentation এর মাধ্যমে "History of Participatory Water Management" এর ওপর বিশদ বর্ণনা দেন এবং কিছু কিছু প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের (Water Management Organization WMO) বর্তমান অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

" একলা চল" নীতির দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন সবাইকে একসাথে চলতে হবে উল্লেখ করে Participatory বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বোর্ডের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের মতামত প্রদান করেন। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ আফজাল হোসেন , অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আবদুর রহমান আকন্দ, চীফ মনিটরিং কাজী তোফায়েল হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী উত্তরাঞ্চল, রংপুর আব্দুল মান্নান খান, প্রকল্প পরিচালক ওয়ামিপ আমানুল্লাহ, পরিচালক পরিকল্পনা -২ মোঃ তাহমিদুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প মোঃ আনিসুল ইসলাম , উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষিবিদ তাহমিনা বেগম, পরিচালক হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর মোঃ জাকিরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ইমিপ, আই এম রিয়াজুল হাসান, প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকতা মোঃ মাসুদ করিম, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অমলেশ চন্দ্র রায় প্রমুখ।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০০১ এবং অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৪ এর আলোকে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/ স্কীম/ পোল্ডার-এ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসই করার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলাকার সকল স্টেকহোল্ডারকে প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে অংশগ্রহণ করার পক্ষে উক্ত কর্মশালা থেকে মতামত ব্যক্ত করা হয়। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের যোগদান

মোঃ আফজাল হোসেন

মোঃ আফজাল হোসেন গত ১০মে ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি যুগ্মসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ডিভিএম ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৮৪ সালে ন্যাশনাল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ফেলোশীপ (স্কলারশীপ) নিয়ে এমএসসি (ভেটেরিনারি মেডিসিন) ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে একই সালে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি Royal Danish Govt. এর Scholarship নিয়ে The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark থেকে Diploma অর্জন করেন। The University of Sydney, Australia থেকে এবং University of Putna, Malaysia থেকে PGT গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম, সুইডেন, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও তাজিকিস্তান অন্যতম। তিনি ১৯৫৯ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার কুশলিবাসা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীর নাব্যতা রক্ষায় TRM (Tidal River Management)

অখিল কুমার বিশ্বাস
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মনিটরিং সার্কেল,কাবিখা
পাউবো, ঢাকা।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে আমি যশোর পওর বিভাগের আওতাধীন কেশবপুর পওর উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান করি। উক্ত উপবিভাগে যোগদানের পূর্বে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীর গতি প্রবাহ এবং এতদসংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কোন ধারনাই আমার ছিল না। প্রথমেই আমার Jurisdiction এর নদীগুলি যেমন মুক্তেশ্বরী, হরি নদী/শ্রীনদী,আপার ভদ্রা, বুড়িভদ্রা ও হরিহর নদীসহ অন্যান্য নদীর morphological and hydrological parameter such as bed width, length, discharge, tidal velocity, meandering characteristics, bed slope, erosion rate, deposition rate, suspended material and salinity level সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে মানুষের মুখে মুখে আলোচিত "ভবদহ স্লুইসগেট" সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এবং এ বিষয়ে যতদুর পারা যায় জ্ঞান অর্জন করি। প্রকৃতপক্ষে এই নামে কোন গ্রাম বা পাড়া বা মৌজা নাই। স্লুইসগেটের পশ্চিমপাশে কালিশাকুল এবং পূর্বপার্শ্বে ভবানিপুর গ্রাম। শুধু নদীর স্রোতের ভয়াবহতা এবং হিংস্রতার জন্যই হরি নদীর স্লুইসগেট সংলগ্ন স্থানকেই আবহমান কাল থেকে ভবদহ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে । হরি/শ্রী নদীর জোয়ারের লোনা পানি থেকে কেশবপুর, মনিরামপুর এবং অভয়নগর উপজেলাধীন বিস্তীর্ণ এলাকাকে (প্রায় ৫০,০০০ হেক্টর) রক্ষা এবং জমিকে খাদ্য শস্য উৎপাদন উপযোগী করার জন্য মুক্তেশ্বরী ও হরিনদীর সংযোগ স্থলে বিকল্প খালে দুইটি রেগুলেটর ২১-ভেন্ট এবং ৯-ভেন্ট এবং মূল নদীতে ক্লোজার নির্মাণ করা হয়। এতদসংক্রান্ত নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৫৯ সনে এবং শেষ হয় ১৯৬২ সনে। শ্রী নদী/হরি নদীর পশ্চিমপাশে ২৪ নং পোল্ডার এবং পূর্ব পাশে ২৫নং পোল্ডারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং অনেকগুলি স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়। নির্মাণের পর হতে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত এলাকার জনগণ প্রকল্প থেকে কাংখিত সুফল পায়। এরপর হতে আস্তে আস্তে ভবদহ স্লুইস গেটের ভাটিতে জোয়ারের পানির সংগে সমুদ্র থেকে আসা পলি নদীর বুকে জমতে থাকে এবং গেটগুলির নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে । ৯০ এর দশকের শুরুতেই সমস্যাটি তীব্র আকার ধারণ করে। এমন তথ্য জানা যায়, হরি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং কাজে নিয়োজিত ড্রেজার, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ভাটিতে পুনরায় পলি জমার কারণে বের হতে পারে নাই।

জোয়ারের পানি বাহিত পলি নদীবক্ষে জমার কারণে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে এবং জনগণের নিকট প্রকল্প সম্পর্কে বিরুপ ধারনা সৃষ্টি হতে থাকে। সেই সংগে স্থানীয় জনগণ তাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকে এবং অনেকেই তাদের সৃজনশীল চিন্তা পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের জানাতে থাকে। তাদের প্রস্তাব একটাই ওয়াপদা (বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ) তুলে দিয়ে বিলে জোয়ার ভাটা খেলাতে হবে এবং পলি দ্বারা বিল উচুঁ করতে হবে। তাছাড়া এ এলাকাকে বাঁচানো যাবে না"। কিন্তু তাদের চিন্তা বা ধারণা প্রকৌশলীদের নিকট আপততঃ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

ভবদহ স্লুইসগেট সংলগ্ন স্থানটি অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর এবং ডুমুরিয়া উপজেলার সীমানায় অবস্থিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত ছিল। আমার কাজে যোগদানের পর আমার সহকর্মীরা উক্ত স্থান পরিদর্শনে জীবন নাশের হুমকি আছে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু আমি উহা উপেক্ষা করে খর্নিয়া ব্রীজ ঘুরে প্রায় ৬৫ কিমি দূরত্ব মটর সাইকেলে অতিক্রম করে উক্ত স্থানে বহুবার দিনে রাত্রে পরিদর্শন করেছি; কিন্তু উপর ওয়ালার কৃপায় আমার কোন অসুবিধা হয় নাই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেশবপুর হতে ভবদহ সোজা পথে মাত্র ২৫ কিমি কিন্তু ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারণে খর্নিয়া ব্রীজ ঘুরে ২৫ নং পোল্ডারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ওপর দিয়ে উক্ত স্থান পরিদর্শন করতে হতো।

ঐ সময়ে মনিরামপুর উপবিভাগীয় প্রকৌশলীর দপ্তর না থাকায় কেশবপুর, মনিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলাধীন জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কেশবপুর উপবিভাগীয় দপ্তর হতে করা হতো। জলাবদ্ধতা সমস্যা এতই প্রকট ছিল যে, এলাকায় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোন জনসভাতে যে যেভাবে পারে সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে দেখা যেতো।

এসডিই হিসাবে আমি সবেমাত্র ঢাকা দপ্তর হতে এসে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেছি। মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের মাঠে কাজ করার কারণে যে গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ধারন করে সেটা তখনও হয়ে উঠে নাই। বুয়েটে অধ্যয়নকালে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান,কর্মজীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান এবং এ এলাকার জনগণের জন্মসুত্রে পাওয়া জলাবদ্ধতা সমস্যা সম্পর্কে ধারনা সবকিছুর সমন্বয়ে আমার একমাত্র কাজ বহুদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা । নতুন জায়গায়, ব্যাচেলর প্রকৌশলী হিসেবে হাতে অফুরন্ত সময়, ফলে কোথাও জীপ গাড়ী, কোথাও মটর সাইকেল যোগে যাতায়াত করে এলাকার ভুক্তভোগী মানুষের সংগে সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সংগে আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তাদের মনে আস্থার সৃষ্টি হয় যে, আমি তাদের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম।

ইতোমধ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২৮০ কোটি টাকা ডিপিপি মুল্যে "খুলনা-যশোর" নিষ্কাশন পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্প (Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project) (KJDRP) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পটির উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান HASKONING কর্তৃক প্রণীত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রকল্পটিতে খুলনা জেলার বিলডাকাতিয়া এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যার গ্রহণযোগ্য Structural Solution উল্লেখ করা হলেও কেশবপুর,মনিরামপুর, অভয়নগর এলাকায় অর্থাৎ যশোর জেলাধীন এলাকার সমস্যা সমাধানে কোন সুস্পষ্ট মতামত বা দিক নির্দেশনা ছিলনা কিন্তু সেখানে বলা হয় সমস্যা সমাধানে এলাকার জনগণের মতামত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এই তথ্যটি জানার পর এলাকার জনগণ ভিতরে ভিতরে অনেকটাই শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ এবং নিজেদের ধারণা বাস্তবায়নের একটি সুযোগ পেয়েছে মর্মে বিশ্বাস করতে থাকে। আমি লক্ষ্য করতে থাকলাম প্রকৌশলীগণ খর্নিয়া ব্রীজের প্রায় ২৫ কিমি ভাটিতে শিবনগর নামক স্থানে ভদ্রা, তেলীগাতি ও গ্যাংরাইল নদীর সংযোগ স্থলে (confluence) ৫০ ভেন্টের স্লুইসগেট নির্মাণ করতঃ জোয়ারের পানি উজানে প্রবেশ বন্ধ করার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিল । কোনভাবেই এই কাজে জনগণের সহযোগীতা পাওয়া যায় না । ফলে স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ ব্যর্থ হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে সমস্যার Non structural Solution সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে ব্যর্থ হই ।

ইতোমধ্যে জরুরী ভিত্তিতে কেশবপুর এলাকাকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করার জন্য আপার ভদ্রা ও হরি নদীর সংযোগস্থল কাশিমপুর নামক স্থানে আপার ভদ্রা নদীতে ক্রস বাঁধ নির্মাণ করে শ্রমিকদ্বারা ১৯.০০ কিমি ভদ্রা নদী পুনঃখননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং সুন্দরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছিল। মোট ১৬৪ জন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছিল এবং প্রতিদিন ১০,০০০(দশ হাজার) এর বেশী শ্রমিক মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত থাকতো। মে/১৯৯৬ সময় খনন কাজ শেষ হয়। চূড়ান্ত কাজ বাস্তবায়ন দেখার জন্য মঙ্গলকোর্ট থেকে পর পর ২ দিন ভোর ৬ টা থেকে শুরু করে নদীর তলদেশ বরাবর পায়ে হেটে কোথাও অস্থায়ী ক্রস বাঁধ রয়েছে কিনা দেখা হয়েছিল। পাউবোর্ডের তৎকালীন সফল চেয়ারম্যান জনাব আব্দুস সালাম প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে খুলনা আইবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে আপার ভদ্রা নদী পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্ট করার অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা কেউ পরিদর্শন করেন নাই । সম্ভবত ভাল কাজের প্রশংসামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা তাদের Ethical Problem. কিন্তু তাদের বোঝা উচিৎ প্রশংসামূলক প্রতিবেদন ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

চলমান

চীন ও বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত

বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ১২ মার্চ ২০১৭ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চীন ও বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী Mr. Chen lei এর নেতৃত্বে ১০ (দশ) সদস্যের প্রতিনিধি দল এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের শুরুতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ওপর সার্বিক আলোকপাত করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বৃহৎ নদ-নদীসমূহের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস, ভাঙ্গনজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি উল্লেখ করে এর প্রতিকারের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বিষদ বিবরণ তুলে ধরেন। এ সময় চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী Mr. Chen lei মনোযোগ সহকারে মন্ত্রীর আলোচনা শোনেন এবং তিনিও পানি সম্পদের উপর চীন সরকারের গৃহীত কার্যসমূহ বর্ণনা করেন। দুই দেশের মন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। আলোচনায় পারস্পারিক সহযোগিতার বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। এর আগে চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের দপ্তর কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময় করেন।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সাথে চীনা প্রতিনিধি দলের বৈঠক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে চীন ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী Mr. Chen lei এর নেতৃত্বে ১০ (দশ) সদস্যের প্রতিনিধি দল এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে বাংলাদেশের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই বৈঠকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এই উপস্থাপনায় নদী শাসন, নদী ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, ভূমি পুনরুদ্ধার ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রী চীনের পানি সম্পদের চিত্র তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। দুই দেশের মন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। আলোচনায় পারস্পারিক সহযোগিতার বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীকসহ বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আক্তারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd